রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, রাজশাহী

ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১

সারসংক্ষেপ নং: পপ-২০২৩/১১৫/৭ **সারসংক্ষেপ নং-৭**

বিষয়: কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

১.০০ ভূমিকা:

কৃষি ব্যবস্থা একটি বহুমুখী কর্মধারার সমন্বয়। বাংলাদেশের জিডিপি'র প্রায় এক-চতুর্থাংশই বর্তমানে কৃষি সেক্টর নির্ভর। কৃষি সেক্টরের মধ্যে শুধুমাত্র শস্য/ফসল খাতের অবদান কৃষি জিডিপি'র প্রায় ৬০ শতাংশ। বাংলাদেশে প্রায় ৬২ শতাংশ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা রয়েছে কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন সেক্টরে, যার মধ্যে শস্য/ফসল সেক্টরেই প্রায় ৫৫ শতাংশ। কৃষি প্রযুক্তি/ কৃষি যান্ত্রিকীকরণ কৃষি সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। বীজ, সার, কীটনাশক, পানি ব্যবস্থাপনা এবং কৃষি যন্ত্রপাতিই মূলত দেশে ব্যবহৃত কৃষি প্রযুক্তি। তন্মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি তথা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। কৃষি যান্ত্রিকীকরণ বীজ/চারা রোপণ ও পরিচর্যা, ফসল সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য-সংযোজনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফসল উৎপাদনে ব্যবহৃত সকল প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ইনপুটের কার্যকারিতা এবং উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ভূমিকা অপরিসীম। কৃষিতে আধুনিক ও যথাযথ প্রযুক্তির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

জমি চাষ, বীজ বপন, সার প্রয়োগ, শস্য কর্তন/মাড়াই/ঝাড়াইসহ অন্যান্য কার্যাবলীতে কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে দেশে জমি তৈরির শতকরা ৯০ ভাগ কাজ পাওয়ার টিলার বা ট্রাক্টর দিয়ে করা হচ্ছে। সার প্রয়োগ ও আগাছা দমনের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে ফসল কাটার যন্ত্র রিপার/কম্বাইন থ্রেসার এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। ধান/গম/ভুট্টাসহ সকল দানাদার ফসল মাড়াই কাজে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রে মাড়াই যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ফলে শস্য/ফসলের উৎপাদন খরচ হ্রাসের পাশাপাশি শস্য/ফসলের নিবিড়তা শতকরা ৫-২২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও বীজ বপন যন্ত্র দ্বারা ফসল বপন করা হলে শতকরা ২০ ভাগ বীজ সাশ্রয়ের পাশাপাশি শতকরা ১৫-২০ ভাগ সার সাশ্রয় হয়। অন্যদিকে ফসলের উৎপাদনও শতকরা ১২-৩৪ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে কৃষকের মোট আয় শতকরা ২৯-৪৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ফলে দেশের শস্য/ফসল উৎপাদন বিগত ২৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি অর্জন সম্ভব হয়েছে। মৎস্য উৎপাদনে অ্যারেটর, পিলেট মেশিন, অটোমেটিক ফিস ফিডার এবং প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে চ্যাফকাটার, মিল্কিং মেশিনসহ অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়সহ কৃষক/উদ্যোক্তাগণ অধিকতর লাভবান হচ্ছেন।

সম্প্রতি নভেল করোনা ভাইসের প্রাদুর্ভাবের কারণে বিপর্যস্ত অর্থনীতির মাঝেও বাংলাদেশে কৃষি খাতে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ধান উৎপাদন ৩ কোটি ৮৭ লাখ টন ছাড়িয়ে গেছে। গম ১২ লাখ টন, ভুট্টা ৫২ লাখ টন এবং আলু উৎপাদন হচ্ছে ১ কোটি ৫ লাখ টন। ডাল, শাক-সবজি, ফলমূল, তেল ইত্যাদি ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে ধান ও শাকসবজি উৎপাদনে তৃতীয়, আম ও আলু উৎপাদনে সপ্তম, পেয়ারা উৎপাদনে অষ্টম স্থান অর্জনকারী দেশ। এছাড়া প্রাণিসম্পদ ও মৎস্য খাতে সরকার কর্তৃক গৃহিত বিভিন্ন গবেষণা ও আর্থিক প্রণোদনামূলক কর্মসূচির কারণে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে তৃতীয় এবং ইলিশ মাছ উৎপাদনে প্রথম স্থান অর্জন করছে। উন্নত কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তি প্রয়োগে শস্য/ফসল উৎপাদনের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানোর মাধ্যমে খুব সহজেই দেশের খাদ্য নিরাপত্তা শতভাগ নিশ্চিত করা সম্ভব।

(চলমান পাতা-২)

বিষয়: কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (রাকাব) দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে (রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ) শস্য/ফসল উৎপাদন, কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প/খামার স্থাপন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডে অর্থায়ন করে আসছে। শস্য/ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সনাতনী পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি জমি চাষের জন্য এ ব্যাংকে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার, রাইস ট্রান্সপ্লান্টার ও কম্বাইন হারভেস্টার ক্রয়ের জন্য পৃথক/একাধিক ঋণ নীতিমালা বিদ্যমান রয়েছে। রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর সাথে বেশ কয়েকটি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান চুক্তিবদ্ধ রয়েছে। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে খামার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান দিয়ে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ের পাশাপাশি বেকার জনগোষ্ঠীর একটি অংশের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ অর্জনের অংশ হিসেবে দেশের জনসাধারণের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ অধিকতর সংশোধনপূর্বক নিম্নরূপ সমন্বিত নীতিমালা জারী করা যেতে পারে:

১. নীতিমালার নাম:
কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

২. ঋণের উদ্দেশ্য:
সহজ শর্তে খামার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ব্যাংক ঋণ সুবিধা প্রদান।

৩. ঋণের খাত:

ক. শস্য/ফসল উৎপাদন/সংরক্ষণে সহায়ক যন্ত্রপাতি:

০১. ট্রাক্টর;
০২. পাওয়ার টিলার;
০৩. গর্ত খনন যন্ত্র (Hole digging machine);
০৪. ভূট্টার খোসা ছড়ানো যন্ত্র (Maize cover remover machine);
০৫. ভূট্টা ভাঙ্গানো যন্ত্র (Corn crusher);
০৬. কীটনাশক ছড়ানো যন্ত্র (Pesticide power spray);
০৭. সরিষা ভাঙ্গানো যন্ত্র (Mustard oil expeller);
০৮. রাইস ট্রান্সপ্লান্টার;
০৯. হারভেস্টার/কম্বাইন হারভেস্টার
১০. বেড প্লান্টার (বীজ বপন যন্ত্র);
১১. উইডার (নিড়ানি যন্ত্র)
১২. ইনক্লাইন্ড প্লেট/ব্রডকাস্ট সীডার;
১৩. রোটাভেটর/ট্রলি;
১৪. ড্রায়ার/শেলার/রোস্টার/সেপারেটর/গ্রেডার/গ্রাইন্ডার/পলিশার;
১৫. রিপার/মাল্টি ক্রপ থ্রেসার (শস্য মাড়াই/কর্তন যন্ত্র);
১৬. অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি।

খ. সেচ যন্ত্রপাতি:

০১. গভীর/অগভীর নলকূপ;
০২. হস্ত/পদচালিত নলকূপ;
০৩. সোলার পাম্প;
০৪. অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি।

গ. মৎস্য সম্পদ উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রপাতি:

০১. অ্যারেটর;
০২. পিলেট মেশিন;
০৩. মাছের খাবার উৎপাদন যন্ত্র (Fish feed machine);
০৪. অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি।

(চলমান পাতা-৩)

বিষয়: কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

ঘ. প্রাণিসম্পদ উৎপাদনে সহায়ক যন্ত্রপাতি:

০১. চ্যাফ কাটার;
০২. মিল্কিং মেশিন;
০৩. মাখন উৎপাদন যন্ত্র (Butter churning machine);
০৪. গোবর শুকানো যন্ত্র (Cow dung drying machine);
০৫. মাখন আলাদা করা যন্ত্র (Cream separator machine);
০৬. ঘি বানানোর যন্ত্র (Ghee making machine);
০৭. খড় কাটার যন্ত্র (Straw cutting machine);
০৮. অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি।

ঙ. পোল্ট্রি খাতে সহায়ক যন্ত্রপাতি:

০১. ডিম ফুটানো যন্ত্র (Egg incubator);
০২. মুরগীর খাবার তৈরীর যন্ত্র (Poultry feed machine);
০৩. মুরগীর বাচ্চা পরিচর্যার যন্ত্র (Brooder);
০৪. অন্যান্য সহায়ক যন্ত্রপাতি।

৪. ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

রাজশাহী ও রংপুর প্রশাসনিক বিভাগের স্থায়ী বাসিন্দা এবং আলোচ্য ঋণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আগ্রহী কৃষক/উদ্যোক্তাগণ যথাযথ আবেদনের প্রেক্ষিতে এ ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য মর্মে বিবেচিত হবেন। একইসাথে ঋণ আবেদনকারীর যোগ্যতা/অযোগ্যতা বিষয়ে লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল এর ২য় অধ্যায়ের শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।

৫. ঋণের পরিমাণ:

নির্ধারিত/অনুমোদিত মূল্যের ভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ ব্যবসায়িক ক্ষমতার মধ্যে খামার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ মঞ্জুর করতে পারবেন।

৬. ঋণের ধরণ/মেয়াদ:

মেয়াদি ঋণ (সর্বোচ্চ ০৫ বছর)।

৭. **সুদ/মুনাফার হার:**

গ্রাহক পর্যায়ে আরোপযোগ্য সুদ হার ৯%। তবে ব্যাংক কর্তৃক পরবর্তীতে সুদ হার পরিবর্তিত হলে তা প্রযোজ্য হবে।

৮. ডাউন পেমেন্ট:

ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ নির্ধারিত/অনুমোদিত মূল্যের ১০% যা ঋণগ্রহিতা কর্তৃক যথানিয়মে প্রদেয় হবে।

৯. মেক-মডেল ও ব্রান্ড:

ঋণ আবেদনকারী তাঁর চাহিদানুযায়ী পছন্দমতো মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির মেক-মডেল ও ব্রান্ড বাছাই করতে পারবেন। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক কোন সরবরাহকারীর যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদির মেক-মডেল ও ব্রান্ড বাছাই করা হলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিরেকে সরবরাহকারী কর্তৃক মেক-মডেল ও ব্রান্ড পরিবর্তন করা যাবে না।

১০. সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান:

রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর সাথে চুক্তিবদ্ধ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুমোদিত/নির্ধারিত মূল্যে কৃষি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে হবে।

(চলমান পাতা-৪)

বিষয়: কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

১১. সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা জামানত এবং নবায়ন ফি:

সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানসমূহ রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এর সাথে আবশ্যিকভাবে চুক্তিবদ্ধ থাকতে হবে। সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিরাপত্তা জামানত এবং নবায়ন ফি হবে নিম্নরূপ:

ক্রঃ নং	বিবরণ	নিরাপত্তা জামানত	নবায়ন ফি (১ বছরের জন্য)
০১	ট্রাক্টর, কম্বাইন্ড হারভেস্টার	৫,০০,০০০/- টাকা	৫,০০০/- টাকা
০২	রাইস ট্রান্সপ্লান্টার, পাওয়ার টিলার কাম হারভেস্টার (১২/১৫ অশ্ব শক্তিবিশিষ্ট) মিনি হারভেস্টার	৩,০০,০০০/- টাকা	৩,০০০/- টাকা
০৩	রোটাভেটর, হাইস্পিড রোটারি টিলার ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি	২,০০,০০০/- টাকা	২,০০০/- টাকা
০৪	অন্যান্য	১,০০,০০০/- টাকা	১,০০০/- টাকা

১২. অন্যান্য শর্তাবলী:

০১	কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানীকারক/সরবরাহকারীগণ-কে যথাক্রমে ৫,০০,০০০/- (পাঁচ লক্ষ) ও ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকা নিরাপত্তা জামানত (সুদবিহীন) হিসাবে নগদ বা পে-অর্ডার/ডিডি এর মাধ্যমে প্রদান সাপেক্ষে চুক্তি পত্র সম্পাদন করা হবে। এ চুক্তি পত্রের মেয়াদ হবে ০১ (এক) বছর এবং ০১ (এক) বছর পর বিগত সময়ে সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতিতে সন্তোষজনক বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান সাপেক্ষে ট্রাক্টরের ক্ষেত্রে ২,০০০/- (দুই হাজার) টাকা এবং পাওয়ার টিলারের ক্ষেত্রে ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা নবায়ন ফি প্রদান করে নবায়নের জন্য আবেদন করা যাবে। সন্তোষজনক ও বিশ্বস্ততার সাথে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর নিরাপত্তা জামানত ফেরত প্রদান করা যাবে। অন্যথায় (চুক্তির বরখেলাপ হলে) ব্যাংক তা বাজেয়াপ্ত করতে পারবে।
০২	আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সরবরাহ আদেশের বিপরীতে শুধুমাত্র রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক কর্তক নির্ধারিত মূল্যে নির্দিষ্ট মডেলের ইঞ্জিন নম্বর ও চেসিস নম্বরের কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করবে এবং তা সরবরাহ আদেশ জারীর তারিখ হতে ০১ (এক) মাসের মধ্যে সরবরাহ করতে হবে।
০৩	কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণকে সরবরাহের তারিখ হতে ০২ (দুই) বছর পর্যন্ত তাদের মেশিন নির্বঘ্নে চলার নিশ্চয়তাপত্র দিতে হবে।
০৪	কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণকে যন্ত্রটি সরবরাহের তারিখ হতে ০৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত বিনামূল্যে বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করতে হবে। উক্ত বিনা মূল্যে বিক্রয়োত্তর সেবা দানের পর হতে আরও ১ বছর ৬ মাসের জন্য ঋণগ্রহিতাদের নিকট হতে প্রতি ৬ (ছয়) মাসে সর্বোচ্চ ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা মাত্র ঋণগ্রহিতার সম্মতি সাপেক্ষে মেরামত ব্যয় গ্রহণপূর্বক বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করতে হবে।
০৫	কৃষি যন্ত্রপাতি আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণকে তাদের কার্যক্রম পরিচালিত এলাকায় বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক দক্ষ মেকানিক্স নিয়োগ করতে হবে।
০৬	সংশ্লিষ্ট আমদানিকারক/সরবরাহকারীগণ ঋণগ্রহিতাদেরকে ট্রাক্টর পরিচালনা ও সংরক্ষণ কল্পে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে।
০৭	আমদানিকারক/সরবরাকারীগণ ঋণগ্রহিতাগণের মধ্যে ন্যায্য মূল্যে সরবরাহকল্পে পর্যাপ্ত খুচরা যন্ত্রপাতি প্রাপ্তির সহজলোভ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
০৮	ব্যাংক এবং আমদানিকারক/সরবরাকারীদের মধ্যে উদ্ভুত কোন মতানৈক্য, পারস্পারিক সমঝোতার নিষ্পত্তির ব্যর্থতার বিষয়টি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের জ্ঞাতার্থে আনতে হবে। ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় কর্তৃক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে নিয়োজিত ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক পর্যায়ের কর্মকর্তার প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এই সিদ্ধান্ত উভয় পক্ষকে মেনে নিতে হবে।

১৩. সরবরাহকারী নির্বাচন/সরবরাহ আদেশ প্রদান/সরবরাহকারীকে বিল প্রদান:

চুড়ান্তভাবে সরবরাহকারীর নাম এবং যন্ত্রপাতির মেক-মডেল পাওয়া গেলে এবং মঞ্জুরিপত্রে তা অন্তর্ভুক্ত করা হলে শাখা ব্যবস্থাপক নির্ধারিত ফরমে নির্দিষ্ট পণ্য/যন্ত্রপাতি/সরঞ্জমাদি সরবরাহের জন্য সরবরাহ আদেশ প্রদান করবেন। ঋণগ্রহীতার স্বাক্ষরিত ও সীলমোহরকৃত মালামাল প্রাপ্তির রশিদ এবং সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কাজ করছে মর্মে ঋণগ্রহীতার লিখিত প্রত্যয়ন প্রাপ্তি সাপেক্ষে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে নির্দিষ্ট সরবরাহ আদেশের বিপরীতে পেমেন্ট অর্ডার এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অর্থ প্রদান করতে হবে। কোন অবস্থাতেই খামার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি নগদ অর্থে ক্রয়ের অনুমতি প্রদান করা যাবে না। সরবরাহ আদেশের বিপরীতে অগ্রিম এবং অনিষ্পন্ন বিলের বিপরীতে আংশিক অর্থ প্রদান করা যাবে না।

(চলমান পাতা-৫)

বিষয়: কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

১৪. ঋণ মঞ্জুরি প্রক্রিয়া:

ক. উদ্যোক্তা/আবেদনকারীর আবেদন ও চাহিদার প্রেক্ষিতে শাখার মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক সরেজমিনে তদন্তপূর্বক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন;

খ. উদ্যোক্তা/আবেদনকারী ঋণ প্রাপ্তির যোগ্য মর্মে বিবেচিত হলে গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত ডাউন পেমেন্টের ১০% অর্থ ব্যাংকের প্রদেয় হিসাবে জমা রাখতে হবে;

গ. সরবরাহকৃত যন্ত্রপাতির মূল্য পেমেন্ট অর্ডার এর মাধ্যমে প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাহক কর্তৃক প্রদানকৃত ডাউন পেমেন্টের ১০% পরিমাণ অর্থ এবং অবশিষ্ট ৯০% পরিমাণ অর্থ (মঞ্জুরিকৃত ঋণের সমপরিমাণ) সর্বমোট ১০০% অর্থ ব্যাংক কর্তৃক পেমেন্ট অর্ডারের মাধ্যমে সরবরাহকারীকে প্রদান করতে হবে;

ঘ. উল্লিখিত ৯০% পরিমাণ অর্থ ঋণগ্রহীতার নামে ঋণ হিসাবে ডেবিট করতে হবে।

১৫. জামানত/সহায়ক জামানত:

ডাউন পেমেন্ট ব্যতিরেকে ঋণাংকের ৫০% হিসেবে যন্ত্রপাতির নির্ধারিত মূল্য এবং অবশিষ্ট ৫০% এর জন্য স্থায়ী সম্পত্তি (শুধুমাত্র জমি) জামানত হিসেবে গ্রহণ করা যাবে। এক্ষেত্রে ঋণাংকের ন্যূনতম ১.৭৫ গুণ (১৭৫%) নিরূপিত মূল্যের জামানতি সম্পত্তি গ্রহণ করতে হবে। জামানতি সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল এর ১১তম অধ্যায়ের শর্তাবলী যথারীতি প্রযোজ্য হবে।

১৬. সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ প্রদান:

জামানত প্রদানে অসমর্থ উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতাদের ক্ষেত্রে ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্কের ভিত্তিতে খামার, সেচ ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য যন্ত্রপাতি নির্বিশেষে সর্বোচ্চ ১.০০ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর করা যাবে। তবে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক যথানিয়মে নির্ধারিত ডাউন পেমেন্ট প্রদেয় হবে। ঋণ মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ নিজ নিজ ব্যবসায়িক ক্ষমতার মধ্যে খামার, সেচ ও অন্যান্য কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য সহায়ক জামানত ব্যতিরেকে ঋণ মঞ্জুর করতে পারবেন। এক্ষেত্রে অন্যান্য প্রযোজ্য নিয়ামাবলীসহ নিম্নলিখিত শর্তাদি যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে:

ক. খামার/ভূমির মালিকানা স্বত্ব উদ্যোক্তার নিজ নামে থাকতে হবে। বিষয়টি নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত খামার/বাড়ি/চাষাবাদযোগ্য জমির মূল দলিল, খতিয়ান এর কপি ও হালসনের খাজনার দাখিলা ঋণ নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে। গৃহিত দলিলাদি/কাগজপত্রাদি প্রচলিত নিয়মে ঋণ অবসায়নের পর ফেরৎ প্রদান করা হবে মর্মে মঞ্জুরিপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

খ. ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির নিকট থেকে ব্যক্তিগত গ্যারান্টি (Personal Gurantee) ও স্পাউস গ্যারান্টি (Spouse Guarantee) গ্রহণ করতে হবে; তবে শাখা পর্যায়ে একই ব্যক্তি একাধিক ঋণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত নিশ্চয়তা প্রদান করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এ বিষয়ে শাখা ব্যবস্থাপককে সচেতন থাকতে হবে।

গ. ঋণাংকের ১.৫ গুণ পরিমাণ আবৃত করে অগ্রিম তারিখ সম্বলিত তফসিলি ব্যাংকের চেক গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ফাঁকা চেক গ্রহণ করা যাবে না। একইসাথে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে যথাযথ মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে নির্ধারিত ছকে Memorandum of Deposit of Cheque গ্রহণ করতে হবে।

ঘ. নির্ধারিত দেয় তারিখ (Due date) অতিক্রান্ত হওয়ার ছয় মাসের মধ্যে ঋণ আদায় না হলে যথাযথ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

ঙ. জামানতবিহীন ঋণ কোন অবস্থাতেই একক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে সকল প্রকার ঋণ (অন্য ঋণ যদি থাকে) একীভূত করে ১.০০ লক্ষ টাকার অধিক হতে পারবে না।

(চলমান পাতা-৬)

বিষয়: কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

১৭. ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা:

ব্যবসা/পেশার ধরণ, উপযোগিতা এবং চাহিদার ভিত্তিতে প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার সাথে ঋণের খাত নির্ধারণ করতে হবে। শাখা/জোন কর্তৃক সরেজমিনে তদন্তপূর্বক গ্রাহকের সক্ষমতার বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে এ ঋণ মঞ্জুর করতে হবে। ঋণ মঞ্জুরি ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল'-এর ৫ম অধ্যায়ে বর্ণিত ঋণ ও অগ্রিম মঞ্জুরি ক্ষমতার যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এ খাতে ঋণ মঞ্জুরির ক্ষেত্রে নিম্নরূপভাবে ব্যবসায়িক ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে:

(লক্ষ টাকায়)

ঋণের ধরণ	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক/ মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)	মহাব্যবস্থাপক (বিভাগীয় কার্যালয়)	জোনাল ব্যবস্থাপক/ ব্যবস্থাপক (এলপিও)	জেলা শাখার ব্যবস্থাপক	উপজেলা/ সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা শাখার ব্যবস্থাপক	ইউনিয়ন শাখার ব্যবস্থাপক
মেয়াদী	২০.০০	২০.০০	১৫.০০	৫.০০	৩.০০	২.০০
জামানতবিহীন ঋণ	-	-	১.০০	১.০০	১.০০	১.০০

১৮. ভ্যাট ও উৎসে আয়কর কর্তন:

রাকাব-এর ঋণে সরবরাহকৃত খামার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক ভ্যাট ও উৎসে আয়কর প্রদান করা হয়ে থাকলে তা উদ্যোক্তা/ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে প্রযোজ্য হবে না। এক্ষেত্রে সরবরাহকারী কর্তৃক ভ্যাট ও উৎসে আয়কর প্রদানের প্রমাণক সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। তবে সরবরাহকারী কর্তৃক ভ্যাট ও উৎসে আয়কর প্রদান করা না হলে সংশ্লিষ্ট বিল হতে যন্ত্রপাতির প্রযোজ্য ভ্যাট ও উৎসে আয়কর কর্তনপূর্বক যথারীতি সরকারি কোষাগারে জমা করতে হবে।

১৯. বীমাকরণ:

প্রচলিত নিয়মে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণের বিপরীতে ঋণগ্রহীতা ও ব্যাংকের যৌথ নামে বীমা করতে হবে। ঋণগ্রহীতা কর্তৃক বীমা প্রিমিয়ামের অর্থ এককভাবে নগদে প্রদত্ত হবে। ঋণগ্রহীতা নিজ খরচে বীমা সম্পাদন না করলে অথবা বীমা প্রিমিয়াম নগদ প্রদানে অসহযোগিতা করলে ঋণ মঞ্জুরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২০. বিক্রয়োত্তর সেবা:

যন্ত্রপাতির খুচরা যন্ত্রাশের প্রাপ্যতা/সহজলভ্যতাসহ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ন্যূনতম ০১(এক) বছরের জন্য বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করতে হবে।

২১. গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি/ঋণ আদায়:

মঞ্জুরীপত্রের শর্ত মোতাবেক/ঋণ গ্রহণের তারিখ হতে সমান ত্রৈমাসিক কিস্তিতে গ্রাহককে প্রদত্ত ঋণের সমান মেয়াদে সুদসহ পরিশোধযোগ্য। ঋণ আদায়ের সকল দায়দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট শাখা ব্যবস্থাপকের উপর বর্তাবে।

২২. ঋণ হিসাবায়ন:

এ খাতের আওতায় বিতরণকৃত ঋণ হিসাব নিম্নবর্ণিত হেড এর মাধ্যমে পরিচালনা করতে হবে:

Product Code	Name of Account

২৩. শিডিউল অব চার্জ/অন্যান্য চার্জ:

ঋণ প্রক্রিয়াকরণের জন্য প্রসেসিং ফি ও অন্যান্য চার্জ বিষয়ে ব্যাংকের প্রচলিত বিধি মোতাবেক ঋণের শিডিউল অব চার্জ এবং এতদসংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণীয় হবে।

২৪. ঋণের ডকুমেন্টেশন:

মঞ্জুরিকৃত ঋণ বিরতণের পূর্বে ব্যাংক বিধি অনুযায়ী প্রযোজ্য সকল প্রকার ডকুমেন্টেশন সম্পন্ন করতে হবে। রুটিন ডকুমেন্টস সম্পাদন করা ছাড়াও মঞ্জুরিপত্রে বিশেষভাবে কোন ডকুমেন্টস সম্পাদনের নির্দেশনা থাকলে তা অনুসরণ করতে হবে। একইসাথে এখাতে ঋণ বিতরণের পূর্বে ঋণগ্রহিতা কর্তৃক জমাকৃত ডাউন পেমেন্ট, যন্ত্রপাতির মেক-মডেল ও ব্রান্ড সরবরাহকারী নির্বাচন, সরবরাহ আদেশ প্রদান এবং সরবরাকারীকে বিল প্রদানসহ প্রযোজ্য সকল কাগজপত্রাদি সংশ্লিষ্ট ঋণ নথিতে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে। ঋণের ডকুমেন্টেশনের ক্ষেত্রে লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল-এ ১২তম অধ্যায়ে নির্দেশনাবলি যথারীতি পরিপালন করতে হবে।

(চলমান পাতা-৭)

বিষয়: কৃষি যন্ত্রপাতি খাতের ঋণ নীতিমালা।

২৫. ঋণ তত্ত্বাবধান ও পরিধারণ:

শাখার মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপক নিবিড় তদারকির মাধ্যমে ঋণের যথাযথ ব্যবহার, ঋণ হিসাব পরিচালনা, যথাসময়ে ঋণ আদায় নিশ্চিত করবেন। বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক এবং জোনাল ব্যবস্থাপকগণ শাখা পরিদর্শনকালে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণ হিসাবসমূহ গুরুত্বের সাথে মনিটর করবেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।।

২৬. পরিদর্শন ও যাচাই:

নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ শাখা পরিদর্শনকালে এ খাতে বিতরণকৃত ঋণসমূহের মঞ্জুরি/বিতরণের যথার্থতা যাচাই/পর্যালোচনা করবেন। এছাড়াও ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা দল কর্তৃক নিরীক্ষাকালে ঋণের সদ্ব্যবহার যাচাই নিশ্চিত করতে হবে।

২৭. তথ্য, উপাত্ত ও প্রতিবেদন:

জোনাল কার্যালয়সমূহ সংশ্লিষ্ট জোনের আওতাধীন শাখাসমূহ কর্তৃক এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের সংকলিত বিবরণী নির্ধারিত ফরমেট অনুযায়ী (সংযোজনী-১) মাসিক ভিত্তিতে (পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে) প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করবে। এ ছাড়াও জোনাল কার্যালয়সমূহ কর্তৃক এ খাতে বিতরণকৃত ঋণের হালনাগাদ তথ্যাদি ও ডাটাবেইজ সংরক্ষণ এবং প্রধান কার্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করতে হবে।

২৮. অন্যান্য শর্তাবলী:

ক. খামার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এ সার্কুলারের নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

খ. ঋণগ্রহীতা নির্বাচন, ঋণ মঞ্জুরি/বিতরণ, দলিলাদি সম্পাদন, ঋণের সদ্ব্যবহার ও তদারকির ক্ষেত্রে ব্যাংকের 'লেন্ডিং পলিসি ও অপারেশন ম্যানুয়েল' এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

গ. গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

ঘ. ঋণ ঝুঁকি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত 'ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট গাইডলাইন' এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সম্পর্কিত বিধি-বিধানের পরিপালন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এতদসংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারসমূহের নির্দেশনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে।

ঙ. এ নীতিমালায় বিধৃত কোন বিষয়বস্তু ইতোপূর্বে জারীকৃত এতদসংক্রান্ত সার্কুলার/সার্কুলার লেটারের সাথে সাংঘর্ষিক মনে হলে এ নীতিমালার নির্দেশনাই অনুসৃত হবে। তবে পরবর্তীতে এতদবিষয়ে কোন নির্দেশনা সংশোধন/পরিবর্তন/পরিমার্জন করা হলে তা যথারীতি অনুসরণ করতে হবে।

চ. যে সকল জোনে ট্রাক্টর খাতে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৪০% এর উর্ধ্বে সে সকল জোন এ খাতে আপাততঃ ঋণ বিতরণ করতে পারবে না। তবে আদায়ের মাধ্যমে শ্রেণীকৃত ঋণের পরিমাণ ৪০% বা এর নিচে আনতে সক্ষম হলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জোন বিভাগীয় কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে এ খাতে ঋণ বিতরণ করতে পারবে।

২.০০ পরিচালনা পর্ষদ সমীপে:

কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ব্যাপক প্রসারের লক্ষ্যে খামার, সেচ ও কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষকদের প্রয়োজনীয় মূলধনের জোগান দিতে ব্যাংকের বিদ্যমান নীতিমালাসমূহ অধিকতর সংশোধনপূর্বক উল্লিখিত নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনপূর্বক এতদবিষয়ে মাঠপর্যায়ে পূর্ণাঙ্গ সার্কুলার জারীর অনুমোদন দেয়া যেতে পারে।

৩.০০ এমতাবস্থায়, সার-সংক্ষেপের ১.০০ ও ২.০০ নম্বর অনুচ্ছেদের প্রস্তাবনা পরিচালনা পর্ষদের সদয় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হলো।

(মোঃ বেল্লাল হোসেন)	(মাকসুদা নাসরীন)	(মোঃ আব্দুর রহমান)	(মোঃ জাহিদুল হক)
উপ-মহাব্যবস্থাপক	মহাব্যবস্থাপক (পরিচালন)	উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক	ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পরিচালনা পর্ষদের ৫৬১তম সভা তারিখ: ১৬.০৪.২০২৩